দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

152

নীলফামারীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার হাল

।। আমিনুল হক ।।

নীলফামারী, ৬ই নভেম্বর।– বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অধীন নীলফামারী সদর থানার চাপড়া সরনজামি ইউনিয়নের বড়ুয়া গাংবেড় মৌজার ১শ' ৪৬ জন শিশু–কিশোর বিদ্যালয়ে যায় না। এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি এই এলাকায় অথচ নিয়মমাফিক রয়েছে সকল স্তরের কমিটি।

নীলফামারী সদর থানার একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম ''গাংবেড় প্রাথমিক বিদ্যালয়''। এটির যেমন ঘেরা, ব্লাক বোর্ড, চেয়ার–টেবিল নেই, তেমনি নেই তেমন ছাত্রছাত্রী এবং সেই সাথে নেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সচেতনতা। এই থানার প্রাথমিক শিক্ষাকে চলতি বছর থেকে করা হয়েছে বাধ্যতামূলক। অথচ বাধ্যবাধকতার কোনকিছু নেই এই বিদ্যালয়ে।

থানা সদর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্তী এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৫৮ সালে এবং সরকারীকরণ করা হয় ১৯৭৩ সালে। এই বিদ্যালয় এলাকার শিশু জরিপ করা হয়েছে এ বছর (১৯৯২ সালে) গত ১৯শে জানুয়ারি। জরিপে শিশুর সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২শ' ৬১। কিন্তু বিদ্যালয়ে কাগজেকলমে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে ১শ' ১৫। অবশ্য এ হিসেব বিদ্যালয়ের বাকি ১শ' ৪৬ জন বিদ্যালয়ে কেন আসে না সে কারণ জানা নেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা কর্তৃপক্ষের এবং তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়নি সে এলাকায়।

কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা ও শিক্ষকদের অবহেলা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিধি মোতাবেক সেখানে রয়েছে একটি ওয়ার্ড কমিটি। ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান রয়েছেন ইউপি সদস্য আতিয়ার রহমান। গত ২রা নভেম্বর ঐ এলাকায় গেলে কথা হয় উক্ত ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে। তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান, এটাই কেবল জানেন। তবে এই কমিটির কি কাজ তা তিনি জানেন না। তিনি জানেন না, কমিটি দায়িত্ব–কর্তব্য অবহেলা করলে কিংবা শিশুদের বিদ্যালয় গমনে বাধা দানকারীদের শাস্তির কথা। এই কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন একই ওয়ার্ডের অপর আর একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তাকেও কিছু জানানো হয়নি।

নীলফামারী সদর থানার বড়ুয়া গাংবেড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল। ছবিটি নেয়া হয়েছে ২রা নভেম্বর দুপুরে। —সংবাদ